গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩, উমেশ দত্ত রোড, বকশিবাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd

স্মারক নং ৫৮.০৪.০০০০.০২১.০২.০০১.১৯-৩৯৩

তারিখঃ ১৫ বৈশাখ' ১৪২৭ / ২৮এপ্রিল'২০২০

বিষয় : বিদ্যমান করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলার পাশাপাশি সম্ভাব্য ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি ও করণীয় সংক্রান্ত নির্দেশনা

বরাত : কারা অধিদপ্তরের পত্র নং-৫৮.০৪.০০০০.০২১.০২.০০১.১৯-২২১ তারিখঃ ২৭-২-২০২০

উপর্যুক্ত বিষয়ে বরাতে উল্লিখিত স্মারকের ধারাবাহিকতায় সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, দেশে ইতিমধ্যেই কোভিড-১৯ মহামারীর সংক্রমণ চলছে। এরই মধ্যে সাম্প্রতিক বৃষ্টিপাতের কারণে এবং আসন্ন বর্ষা মৌসুমে এডিস মশার সম্ভাব্য বিস্তারের ফলে সারাদেশে ডেঙ্গু রোগের প্রকোপও আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। বিদ্যমান করোনা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে একইসাথে কারাগারে ডেঙ্গু সংক্রমণ ঘটলে পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। ফলে কারাগারের মতো সংবেদনশীল স্থানে এডিস মশার অবাধ বিস্তার ঠেকাতে ও ডেঙ্গু রোগ থেকে সকল কারা কর্মকর্তা- কর্মচারী এবং বন্দিদের নিরাপদ রাখতে অত্রসাথ সংযুক্ত নির্দেশিকাটি সকল কারাগারে সরবরাহ করত: দরবার ও রোলকলে সকলকে পুনরায় অবহিতপূর্বক নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে সকল জেলা কারাগারে ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট ও কেন্দ্রীয় কারাগারে ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। তা ছাড়া গণপূর্ত বিভাগের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে কারাগারের ওয়ার্ডসহ প্রয়োজনীয় স্থানসমূহে অবিলম্বে মশক প্রতিরোধী নেট সংযোজন ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মেরামত করার জন্যও পুনরায় অনুরোধ করা হলো।

উল্লেখ্য যে, বরাতে উল্লিখিত স্মারকের নির্দেশনা যথাযথ বাস্তবায়নের ফলে বিগত সময়ে কারা বিভাগ তথা কারাগারসমূহে এডিস মশার অবাধ বিস্তার রোধ এবং ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ থেকে কারা বিভাগকে সুরক্ষিত রাখতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করায় সকল কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং বন্দিদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সংযুক্ত : দুই (০২) পাতা।

২৮/০৪/২০২০

মোঃ আবরার হোসেন
কর্নেল
অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক
পক্ষে-কারা মহাপরিদর্শক
addl.ig@prison.gov.bd

কারা উপ মহাপরিদর্শক
সকল বিভাগ
সকল সদর দপ্তর।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে:

১। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র জেল সুপার/জেল সুপার, সকল কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগার।
৩। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রিজন্স ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
(নির্দেশনাটি ফেসবুক পেজ ও ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)

ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি ও করণীয়

১। **ভূমিকা:** ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত রোগ যা ডেঙ্গু ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত এডিস নামক মশার কামড়ে ছড়ায়। বিভিন্ন পাত্র যেমন পরিত্যক্ত ক্যান, গাড়ির টায়ার, ডাবের খোসা, ভাঙ্গা বোতল, ফুলের টব ইত্যাদি জায়গায় জমে থাকা পরিষ্কার পানিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে এবং বংশ বৃদ্ধি করে। সাধারণ ডেঙ্গু জ্বর তেমন মারাত্মক না হলেও ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার ও ডেঙ্গু শক সিনড্রোম প্রাণঘাতী হতে পারে। বাংলাদেশের সব জেলায় এই রোগ দেখা দিলেও মূলত ঢাকায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায়। এ রোগ যাতে আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেতে না পারে সেজন্য বাংলাদেশ জেল এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক সচেতনা সৃষ্টি একান্ত আবশ্যক।

২। **ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণসমূহ:**

ক। হঠাৎ প্রচন্ড জ্বর (তাপমাত্রা ১০৪°-১০৫° ফারেনহাইট হতে পারে) ;

খ। প্রচন্ড মাথা ব্যাথা ;

গ। চোখের পিছনে ব্যাথা ;

ঘ। মাংসপেশী ও অস্থি সন্ধিতে প্রচন্ড ব্যাথা ;

ঙ। শারীরিক দুর্বলতা ;

চ। বমি বমি ভাব এবং বমি হওয়া ;

ছ। ত্বকে লালচে দাগ (Skin rash), যা জ্বর হবার ৩-৪ দিন পর দেখা যায় ;

জ। নাক, দাঁতের গোড়া ইত্যাদিতে অল্প অল্প রক্তক্ষরণ হওয়া ;

ঝ। রক্তবমি বা কালো পায়খানা হওয়া।

৩। **ডেঙ্গু জ্বরের চিকিৎসা :**

ক। ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর বারবার মুছে দিয়ে তাপমাত্রা নামাতে হবে ;

খ। প্রচুর পরিমান পানি, শরবত ও অন্যান্য তরল খাবার খেতে হবে ;

গ। জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল সেবন করা যেতে পারে, তবে কোনক্রমেই এ্যাসপিরিন বা ডাইক্লোফেনাক জাতীয় ব্যাথার ঔষধ সেবন করা যাবে না ;

ঘ। ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সবসময় মশারীর ভিতরে রেখে চিকিৎসা করাতে হবে ;

ঙ। ডেঙ্গু সম্পূর্ণ ভাল না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রামে থাকতে হবে ;

চ। ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ দেখামাত্র নিকটস্থ চিকিসকের পরামর্শ নিতে হবে ও প্রয়োজনে রক্ত পরীক্ষা করতে হবে।

৪। **প্রতিরোধ ব্যবস্থা:** যেহেতু ডেঙ্গু রোগের কোন ভ্যাকসিন নেই এবং চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট কোন ঔষধ নাই তাই এ রোগ প্রতিরোধে নিম্নলিখিত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে।

ক। **এডিস মশার শুককীট নিধন ব্যবস্থা:** পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী এডিস মশা ডিম পারে এবং শুককীটে রূপান্তরিত হয় তাই শুককীট নিধনে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি ;

- পরিত্যাক্ত ক্যান, টিনের কৌটা, মাটির পাত্র, প্লাস্টিকের পাত্র বা খেলনা, নারিকেলে খোসা, ভাঙ্গা বোতল, খালি চিপস বা বিস্কুটের প্যাকেট, পলিব্যাগ ইত্যাদি যত্রতত্র ফেলা যাবে না এবং যেগুলো ইতোমধ্যে

ফেলা হয়েছে সেগুলো সম্পূর্ণ সরিয়ে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে ;

- বাড়ির বারান্দায় বা শেডে রাখা ফুলের টবে পানি জমতে দেয়া যাবে না ;
- গাছের গুড়ি, কোঠর বা পুরানো টায়ারে পানি জমে থাকলে তা পরিষ্কার করে ফেলে দিতে হবে এবং গর্তগুলো মাটি দ্বারা বন্ধ করে দিতে হবে ;
- ঘরের আঙ্গিনায়, অব্যবহৃত রাস্তায়, সিমেন্টের মেঝেতে ছোট ছোট গর্ত থাকলে তা মাটি বা সিমেন্ট দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে।
- রড/লাঠি বা হ্যাচার দিয়ে ড্রেনে জমা পানি প্রতি চার/পাঁচ দিন অন্তর নেড়ে দিতে হবে এবং জলাবদ্ধহীন রাখতে হবে ;
- কারাগার এলাকাসমূহে উপরোক্ত স্থানে ব্যাপকভাবে শুককীট নাশক ঔষধ (লার্ভিসাইড) ছিটাতে হবে;

খ। <u>পূর্ণাঙ্গ এডিস মশা নিধন ব্যবস্থা:</u>

- পূর্ণাঙ্গ মশার লুকানোর স্থানসমূহ যেমন: - সোফা, আলমারী ও আসবাবপত্রের পিছনে, পর্দার আড়ালে পূর্ণাঙ্গ কীটনাশক ঔষধ ছিটাতে হবে ;
- বাড়ির আশেপাশে ঝোপ জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করতে হবে এবং ফগিং পদ্ধতিতে পূর্ণাঙ্গ কীটনাশক ঔষধ ছিটাতে হবে ;
- মশার কয়েল, স্প্রে ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে ;
- বাড়ির চারপাশে দরজায় জানালায় মশক নিরোধক জাল ব্যবহার করা শ্রেয় ;

গ। <u>ব্যক্তিগত প্রতিরোধ ব্যবস্থা :</u> স্ত্রী এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলায় (সকালে ও বিকালে কামড়াতে পারে তাই-

- যথাসম্ভব ফুল হাতা জামা, ফুল প্যান্ট ও মোজাসহ জুতা পরিধান করা উচিত ;
- কর্তব্যরত অবস্থায় মসকুইটো রিপিলেন্ট ব্যবহার করা শ্রেয় ;
- ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারী ব্যবহার করতে হবে (দিনের বেলাতেও);

৫। <u>কারাগারসমূহে করণীয়:</u>

ক। <u>সকল পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি :</u>

- কারাগারের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক অধীনস্থ সকলকে রোলকল/দরবারের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা;
- সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিনে সম্মিলিতভাবে স্ব স্ব কারাগার/পারিবারিক বসবাসের এলাকাসমূহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

খ। <u>তদারকি দল গঠন:</u>

- কারাগারসমূহে এ্যান্টি ডেঙ্গু টিম গঠন করা যেতে পারে ;
- উক্ত তদারকি টিম নিজস্ব কারাগারে দায়িত্বপূর্ণ এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সার্বক্ষণিক সচেষ্ট থাকবে ;

গ। এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘমেয়াদী, সমন্বিত এবং চলমান কার্যক্রম বজায় রাখতে হবে।

AW